পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন ও পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবন

Nilendu Biswas

Assistant Professor & Head

Department of History

Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College

Asannagar, Nadia, West Bengal

biswasnilendu@gmail.com

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের কারণ

চর্তুদশ ও পঞ্চদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্র সংকটের মধ্যে পড়েছিল । এই সংকট সৃষ্টি হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থায় । উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছিল, ভারসাম্য ব্যাহত হয়েছিল । সামন্তপ্রথায় উৎপাদনের উপকরণগুলি হল ভূমি, মূলধন, শ্রমিক, বাজার, পরিচালন ব্যবস্থা ও ম্যানর । জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, শ্রমিকের সরবরাহ কমেছিল । কৃষিক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিয়েছিল, শস্যের দাম কমলে এই সংকটের সৃষ্টি হয় । সামন্ততন্ত্রের সংকট হল সামন্ত-সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংকট, আর্থ-সামাজিক সংকট আবার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছিল ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- ঐতিহাসিক **পোস্তান** ও **লাদুরি** মনে করেন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সংকটের সৃষ্টি হয় । জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক জমিতে চাষ বসানো হয়েছিল, উৎপাদন কম হয় । খাদ্যশস্য ও চাষ-জমির চাহিদা বেড়েছিল কারণ জনসংখ্যা বাড়লেও এসবের জোগান তেমন বাড়েনি । স্বাভাবিকভাবে চাহিদা অনুযায়ী জোগান না বাড়লে পন্যের দাম বাড়ে । তাই পশ্চিম ইউরোপে খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছিল, যার দরুণ সামন্তপ্রভূ খাজনা বাড়িয়েছিল । জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে কৃষকের অবস্থার অবনমন ঘটেছিল । প্রভূর নিজস্ব খামারে কৃষককে বাধ্যতামূলক শ্রমদান করতে হত । কিন্তু চর্তুদশ ও পঞ্চদশ শতকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগে বহু মানুষের মৃত্যু হয় ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- লাদুরি উল্লেখ করেছেন, জনসংখ্যা বিপর্যয়ের পর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ভূমদাস প্রথা প্রায় উঠে গিয়েছিল । এইসব দেশে প্রায় সব কৃষক ছিল স্বাধীন, সারা ষোড়শ শতক ধরে এই প্রবণতা বজায় ছিল । বলার অপেক্ষা রাখে না ভূমিদাস প্রথা উঠে গেলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর এর অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল । জনসংখ্যার এই হ্রাস-বৃদ্ধি সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও পতনের একটি বড় কারণ হয়ে দাড়ায় । এই হ্রাস-বৃদ্ধির পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোপুরি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- ঐতিহাসিক **হেনরী পিরেন** মনে করেন, শুধু জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটলে, শহর গড়ে উঠলে ম্যানরীয় উৎপাদন ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়েছিল । প্রাচিন ম্যানরীয় সংগঠনগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল । উৎপাদিত পন্য স্থানীয় অঞ্চলে ভোগ করা হত। আমদানি-রপ্তানি খুব কম ছিল । চর্তুদশ ও পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে অনেক শহর ঘরে উঠেছিল । এইসব শহরে শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং আর্থিক লেনদেন নির্ভর বুর্জোয়া শ্রেণির আর্বিভাব ঘটে । এই বুর্জোয়া শ্রেণি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল । সামন্তপ্রভূদের বিলাসবহুল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য তাঁরা ভূমিদাসদের মুক্তি দিতে থাকে । এই ঘটনায় সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পল সুইজি জানিয়েছেন, দূর পাল্লার ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংকটের মধ্যে পড়েছিল । ম্যানর কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা দক্ষ ছিল না, এই উৎপাদন ব্যবস্থা ইউরোপের ক্রমবর্ধমান শহর ও গ্রামের চাহিদা মেটাতে পারেনি । এজন্য ভূমিদাস নির্ভর কর্মশালাগুলি উঠে যেতে থাকে, শুরু হয় দিন মজুর নির্ভর কর্মশালা । তাছাড়া ইউরোপের সামন্তশ্রেণির রুচি ও মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটেছিল । তারা চেয়েছিল নতুন ধরনের ভোগ্যপন্য । পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থায় এটা সম্ভব ছিল না । উপরন্তু উৎপাদনের উদ্বৃত্ত নিয়ে অভিজাত ও কৃষকের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল । এই দ্বন্দ্ব জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- পরিশেষে **পেরি আন্ডারসন** বলতে চেয়েছেন, সামন্ত ব্যবস্থার পতনের আসল কারণ হল এই ব্যবস্থা তার সম্প্রসারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল । এই ব্যবস্থায় নতুন করে অনাবাদী পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব ছিল না । উৎপাদন ব্যবস্থা গতিহীন হয়ে পড়ে ছিল । সামগ্রিকভাবে কৃষিজ উৎপাদন কমেছিল, বাণিজ্যিক পন্য যেমন আঙুর, শণ, পশম ইত্যাদি উৎপাদনের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমেছিল । সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মন্দা দেখা দিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সংকট তীব্র আকার ধারণ করে, যা সামন্ততন্ত্রের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছিল ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবন

পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল । পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ব ইউরোপের শহরগুলি পশ্চিমের তুলনায় অনেক দুর্বল ছিল । শহরে শিল্প পন্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেন-দেন তেমন ছিলনা । শহরকেন্দ্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি তেমন শক্তিশালী ছিলেন না । রাজা ও সামন্তপ্রভূদের কাছ থেকে শহরের জন্য সুযোগ সুবিধা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করে নিতে পারেনি । তাছাড়া পঞ্চদশ শতকে কৃষিতে মন্দা চলছিল, শহর অঞ্চলের দুর্বলতা পূর্ব ইউরোপে সামন্তপ্রভূদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়েছিল । চাষীদের সব অধিকার হরণ করে তাদের ভূমিদাসে পরিণত করা হয় ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- সামন্তপ্রভূদের অত্যাচার, শোষণ বাড়লে পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসরা পালিয়ে শহরে গিয়ে আশ্রয় নিত । সেখানে কাজ ও সবাধীনতা দুইই পেত । কিন্তু পূর্ব ইউরোপে তা হত না, কারণ এখানে সামন্তপ্রভূরা তাদের জমির সঙ্গে বেঁধে ফেলেন । সেখানে সামগ্রিক ভাবে জনসংখ্যা এমনভাবে কমে গিয়েছিল যে বহু জমি অনাবাদী পড়ে ছিল । এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের জমিতে বেঁধে রাখার জন্য সামন্তপ্রভূরা নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন । পশ্চিম ইউরোপের মত তারা কম শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারেনি । সামন্তপ্রভূরা কৃষকদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, এই পর্বে পূর্ব ইউরোপ থেকে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজ পন্য, খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল রপ্তানি হতে থাকে । পোল্যান্ডের ডানজিগ বন্দর ছিল শস্য রপ্তানির একটা বড় ঘাঁটি । পূর্বাঞ্চলের বড় বড় ম্যানরগুলি ছিল কৃষিজ পন্য উৎপাদন ও বিপণন সংস্থা । **মার্ক ব্লখ** পূর্ব ইউরোপের বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে ভূমিদাস প্রথার সম্প্রসারণের সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন । একইভাবে **ফার্নান্দ ব্রদেল** উল্লেখ করেছেন যে, পন্চদশ শতকে যে সব চাষী স্বাধীন ছিল, ষোড়শ শতকে তারা স্বাধীনতা হারিয়ে ভূমিদাসে পরিণত হয় । জার্মানির সাইলেশিয়ার চাষীদের বাধ্যতামূলক শ্রমদানের কোন সীমা ছিল না । রাশিয়ার চাষীরা ঋণভারে জর্জরিত, ঋণের চাপে তারা স্বেচ্ছায় ভূমিদাসত্ব গ্রহণ করেছিল ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ব ইউরোপ ছিল অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ, পশ্চিম ইউরোপ ছিল অগ্রসর ও সম্প্রসারণশীল । পূর্ব ইউরোপে শিল্প-পন্যের উৎপাদন ছিল কম এবং এই পন্য উৎপাদনের উপর সামন্তপ্রভূদের প্রভাব ছিল । ঐতিহাসিকেরা এই অর্থনীতির নাম দিয়েছেন **'ভোরওয়ার্ক'**। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামন্তপ্রভূদের স্বার্থের অনুকূল ছিল, এর ভিত্তি ছিল বেগার শ্রমদান প্রথা । ভূস্বামীর শ্রমের যোগানের ৬৩% আসত ভূমিদাস প্রথা থেকে, বাকি ৩৭% শ্রম ছিল দিন মজুরের । দিন মজুরদের দিয়ে কাজ করালে সামন্তপ্রভূদের লাভের ৩৩% কমে যেত । ফলে তারা ভূমিদাসদের দিয়ে চাষ করিয়ে লাভের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছিল ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- বেগার শ্রম সহজলভ্য ছিল বলে ভূস্বামী উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করতে চায়নি, প্রযুক্তির প্রয়োগ করেনি । ভূস্বামী উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করেছিল বলে অভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে ওঠেনি, সম্পদের সুষম বন্টন হয়নি, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়েনি, সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হয়েছিল । শিল্পের বিকাশ না ঘটায় শহরগুলি অবক্ষয়ের মুখে পড়েছিল । পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে কৃষি নির্ভর যে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল । এই কৃষি অর্থনীতি অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর নির্ভর করত । কিন্তু কৃষি উৎপাদনের সুষ্ঠু বন্টন ছিল না, এজন্য অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বাড়েনি, শহরগুলির উন্নতি হয়নি বরং অনেক শহর অবক্ষয়ের মুখে পড়েছিল ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

প্রশ্ন

১) পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের কারণ কি ছিল ?

২) পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যক্ত করো ।

Thank You

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.